



48027 - হজ্ব পালনে ইখলাস

প্রশ্ন

হজ্ব আদায়ের ক্ষেত্রে একজন হাজী কভিবে মুখলসি (আল্লাহর প্রতি একনষ্টি) হতে পারবে? হজ্বের সাথে যদি ব্যবসা করে, কিছু রোজগারের ইচ্ছা করে এতে করে কিতার ইখলাস নষ্ট হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইখলাস বা আল্লাহর জন্য একনষ্টিতা যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত। আল্লাহর সাথে যদি অন্যকে অংশীদার করা হয় সে ইবাদত কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(অর্থ- অতএব, যবেযক্‌তিতরপালনকর্তারসাক্ষাতকামনাকরে, সযেনে,

সৎকর্মসম্পাদনকরেএবংতারপালনকর্তারএবাদতকোউকশেরীকনাকরে।[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(অর্থ- তাদেরকেএছাড়াকোননর্দিশেকরাহয়নযি, তারাখাঁটমিনএকনষ্টিভাবআল্লাহরএবাদতকরবে,

নামাযকায়মেকরবেএবংযাকাতদবে।এটাইসঠকিধর্ম।)[সূরা বাইয়যনো, আয়াত: ০৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

(অর্থ- অতএব, আপননিষ্টিতার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন।জনে রাখুন, নিষ্টিপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত।)[সূরা

যুমার, আয়াত: ২-৩]



সহহি হাদিসে কুদসতিতে এসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি অংশীদারত্ব থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপকেষী। যবে ব্যক্তিকোন আমল করে এবং সে আমলরে মধ্য আমার সাথে অন্যকও অংশীদার করে আমি সে আমল ঐ অংশীদাররে জন্য ছড়ে দেই।” ইবাদত পালনে আল্লাহর জন্য নযিষ্ঠাবান হওয়ার অর্থ হছে- আল্লাহর ভালবাসা, তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, তাঁর থেকে সওয়াব ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির আশা ছাড়া অন্য কোন কিছু বান্দাকে ইবাদত পালনে অনুপ্রাণতি না করা। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলছেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

(অর্থ- মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফরেদের প্রতি কঠোর, নজিদেরে মধ্য পরস্পর সহানুভূতশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিকামনায় আপনিতাদেরকে রুকু ও সজেদারত দেখেনে।)[সূরা ফাতহ, আয়াত: ২৯]

কোন ইবাদত-ই কবুল হবে না; সটো হজ্ব হোক অথবা অন্য কোন ইবাদত হোক যদি ইবাদতকারী মানুষকে দেখোনের জন্য ইবাদতটি করে থাকে। অর্থাৎ ইবাদতটি এজন্য করে যবে, মানুষ দেখে বলবে: অমুক কতই না তাকওয়ান!! অমুক কতই না ইবাদতগুজার!! ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যদি ইবাদতটি পালনরে উদ্দেশ্য থাকে দেশে দেখো অথবা দেশরে মানুষকে দেখো অথবা এজাতীয় অন্য কোন উদ্দেশ্য যা একনযিষ্ঠতা বা ইখলাস বনযিষ্টকারী তাহলে সে ইবাদত কবুল হবে না। তাই যারা বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্বযাত্রার নয়িত করনে তাদরে নয়িতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা উচতি। মুসলমি বশ্বি দেখো, ব্যবসা করা, অমুক প্রতবিহর হজ্ব করে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন সুনাম প্রাপ্তির উদ্দেশ্য যনে তাদরে নয়িতরে মধ্য না থাকে। ব্যক্তরি নয়িত যদি হয় বায়তুল্লাতে হজ্ব করা, হজ্ববে এসে ব্যবসা করে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুব্ষেণ করতে কোন দোষ নই। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

(অর্থ- তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অনুব্ষেণ করায় কোন পাপ নই।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৮]

যদি তার নয়িতে ব্যবসা ও রোজগার ছাড়া অন্য কিছু না হয়ে থাকতোহলে তার ইবাদতরে ইখলাস তথা নযিষ্ঠা নষ্ট হবে। যার উদ্দেশ্য এ রকম হবে সে ব্যক্তি আখরোতরে আমল দিয়ে দুনিয়া কামাই করার ইচ্ছা করছে। এই ইচ্ছা তার আমল নষ্ট করে দবি অথবা ব্যাপকভাবে তার আমলকে কষতগ্নিস্ত করবে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

(অর্থ- যবে কেটে পরকালরে ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যবে ইহকালরে ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।)[সূরা শূরা, আয়াত: ২০] সমাপ্ত।